بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসার আরো কিছু রেওয়ায়েত ও ঘটনা তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভরসার বিষয়টি গত খুতবায় বর্ণনা করেছিলাম। আজও এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। মু'মিনদেরকে তাওয়াক্কুল বা খোদা তা'লার প্রতি ভরসার বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (সা.) বলেন, **যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় সাতবার এই দোয়া পাঠ করে,** حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ [উচ্চারণ: হাসবিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম] অর্থাৎ, **আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, তাঁর প্রতিই আমি ভরসা করেছি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।**

মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসার ক্ষেত্রে নিজে কীভাবে দোয়া করতেন এ সম্পর্কে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) যখন রুকুতে যেতেন তখন এই দোয়া করতেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَنْتَ رَبِّيْ خَشَعَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَدَمِيْ وَلَحْمِيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ [উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লাকা রাকা'তু, ওয়া বিকা আমানতু, ওয়া লাকা আসলামতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু, আনতা রাব্বী। খাশা'আ সামযী, ওয়া বাসারী, ওয়া দামী, ওয়া লাহমী, ওয়া আযমী, ওয়া আসাবী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।] অর্থাৎ, **হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার জন্যই রুকু করেছি, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি, তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি এবং তোমার ওপরই ভরসা করেছি। তুমিই আমার প্রভু-প্রতিপালক। আমার শ্রবণশক্তি, আমার দৃষ্টিশক্তি, আমার রক্ত, আমার মাংস, আমার হাড় এবং আমার শিরা-উপশিরা— সবকিছুই বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র সামনে অবনত।**

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, যখনই আমার কোনো দুশ্চিন্তা হতো, জিবরাঈল (আ.) আমার সামনে আবির্ভূত হতেন এবং বলতেন, **হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি বলুন,** تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا [উচ্চারণ: তাওয়াক্কালতু আলাল হাইয়্যিল্লাযী লা ইয়ামূতু, ওয়াল হামদু লিল্লাহিল্লাযী লাম ইয়াত্তাখিয ওয়ালাদাঁও, ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ শারীকুন ফিল মুলকি, ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ ওয়ালিইয়ুম মিনায যুল্লি, ওয়া কাব্বিরহু তাকবীরা।] **অর্থাৎ, আমি সেই চিরঞ্জীব সত্তার প্রতি ভরসা করি, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। আর সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি কখনো কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং যাঁর রাজত্বে কোনো অংশীদার নেই আর অসহায় অবস্থায় কখনো তাঁর কোনো সঙ্গীর প্রয়োজন হয়নি। অতএব তুমি উচ্চৈঃস্বরে তাঁর মহিমা বর্ণনা করো।**

তাঁর (সা.) এই গুণের সুউচ্চ মানের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক বক্তৃতায় বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর খোদা তা'লার প্রতি এমন ভরসা ছিল যে, প্রত্যেক বিপদ ও কষ্টের সময় তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন এবং তিনি ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি (সা.) বর্তমান যুগের সূফীদের ন্যায় উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ করতেন না, তিনি উপকরণাদি ব্যবহার করতেন। কেননা উপকরণাদি পরিত্যাগ করা খোদা তা'লার সৃষ্টির অবমাননার নামান্তর এবং তাঁর সৃষ্টিকে নিরর্থক সাব্যস্ত করা। কিন্তু উপকরণাদি প্রস্তুত করার পর তিনি (সা.) সম্পূর্ণরূপে খোদা তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল করতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, **তিনি (সা.) প্রত্যেক উৎকণ্ঠার সময় বলতেন,** لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ [উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়া রাব্বুল আরশিল আযীম, লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়া রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া রাব্বুল আরযি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম।] **অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই, তিনি মহান আরশের অধিপতি; তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নাই, তিনি আকাশসমূহের প্রভু-প্রতিপালক, তিনি ভূপৃষ্ঠের প্রভু এবং মহাসম্মানিত আরশের প্রভু-প্রতিপালক।** অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর সম্পূর্ণ ভরসা ও তাওয়াক্কুল একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার ওপরেই ছিল।

হুযূর (আই.) বলেন, মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-কে বিভিন্ন সময়ে প্রস্তাব দেয়া অর্থাৎ, নানা রকমের প্রলোভন দেখানো এবং মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি সীমাহীন ভরসার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) যখন আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের বিষয়ে মানুষকে বুঝাতে শুরু করেন এবং শিরকের অপনোদন করতে থাকেন, তখন মক্কাবাসীদের কাছে এটি অত্যন্ত অপ্রীতিকর মনে হয়। অবশেষে একদিন সমঝোতার উদ্দেশ্যে তাদের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা.)-এর চাচা আবু তালিবের কাছে আসে এবং তাকে বলে, আপনি আমাদের জাতির সর্দার, আপনাকে আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি এবং আপনার সম্মানের কারণেই আমরা আজ পর্যন্ত আপনার ভাতিজাকে কিছু বলিনি। কিন্তু এখন বিষয়টি সীমাতিক্রম করেছে, তাই আমরা আপনার কাছে এসেছি, আপনি তাঁর সাথে এ বিষয়ে আমাদের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত কথা বলুন। এরপর সেসব কথা পুনরাবৃত্তি করে যা উতবা বিন রবীয়া মহানবী (সা.)-কে বলেছিল। অর্থাৎ উচ্চ বংশ, সবচেয়ে সুন্দরী নারী, ধন-সম্পদ, এমনকি নেতৃত্ব প্রদানের প্রলোভন দেখিয়ে তারা বলে, তাঁকে বলুন সে যেন কমপক্ষে আমাদের মূর্তিগুলোর অবমাননা না করে। আমরা তাঁকে আমাদের মূর্তিদের মেনে নিতে বলছি না, আমরা শুধু বলছি সে যেন আমাদের প্রতিমাদের গালমন্দ না করে। আর সে যদি এগুলোর মধ্য থেকে আমাদের একটি প্রস্তাবও না মানে তাহলে আপনি তার সঙ্গ ছেড়ে দিন, আমরা নিজেরাই তাঁকে দেখে নেব। আবু তালেব মহানবী (সা.)-কে ডেকে পাঠান এবং তাদের প্রস্তাবের উল্লেখ করে তাদের আবেদন তুলে ধরেন। যখন মহানবী (সা.) তাঁর চাচার এই অবস্থা দেখেন, তখন তার অনুগ্রহরাজির কথা মনে করে তাঁর (সা.) চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হয়। তথাপি তিনি (সা.) বলেন, **"হে আমার চাচা! আমি বলছি না যে, আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আপনি নিঃসঙ্কোচে নিজের জাতির সঙ্গ দিন এবং আমাকে ছেড়ে দিন। খোদার কসম! এরা যদি সূর্যকে আমার ডান হাতে এবং চাঁদকে আমার বাম হাতেও এনে দেয়, তবুও আমি এক খোদার স্মরণ থেকে বিরত হব না।"** হুযূর (আই.) বলেন, এটি আল্লাহ্ তা'লার সত্তার প্রতি পূর্ণ ঈমান ও তাওয়াক্কুলের সেই মাকাম যা অন্য কোথাও দেখা যায় না।

অনুরূপভাবে তায়েফ থেকে ফেরার পথে মহানবী (সা.)-এর তাওয়াক্কুলের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। তিনি (সা.) একা ছিলেন, তায়েফের সর্দারদের কাছে তবলীগের জন্য গিয়েছিলেন কিন্তু তারা অত্যাচারে সীমালঙ্ঘন করেছিল। এদিকে প্রত্যাবর্তনের পর বাহ্যতঃ মক্কায় প্রবেশ করারও তাঁর কোনো উপায় ছিল না। সাথে তাঁর সেবক ছিলেন হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)। সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বলে, এখন কী হবে? কিন্তু মহানবী (সা.)-এর নিজের প্রভুর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও গভীর আস্থা ছিল। কাজেই, এর উল্লেখ করতে গিয়ে সেই নিবেদিতপ্রাণ সেবক হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি যখন তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এখন আপনি মক্কায় কীভাবে প্রবেশ করবেন, তারা তো আপনাকে বের করে দিয়েছে? তখন মহানবী (সা.) তাওয়াক্কুলে পরিপূর্ণ কী চমৎকার উত্তর দেন! তিনি বলেন, **হে যায়েদ! তুমি**

দেখবে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই কোনো না কোনো পথ বের করে দেবেন। আর আল্লাহ্ তা'লা নিজ ধর্মের সাহায্যকারী আর তিনি তাঁর নবীকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন। এরপর মহানবী (সা.) কুরাইশ নেতাদের কাছে বার্তা পাঠান যেন তারা তাঁকে নিজেদের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশের ব্যবস্থা করে দেয়। সবাই অস্বীকার করলেও অবশেষে মুতঈম বিন আদি নামে একজন ভদ্র ও সম্মানিত নেতা তাঁকে নিজের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করানোর ঘোষণা দেয়।

হিজরতের সময় মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসার কীরূপ নমুনা ছিল! তিনি (সা.) যখন হিজরতের অনুমতি লাভ করেন, তখন তিনি হযরত আলী (রা.)-কে নিজের হিজরতের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করে তার ওপর প্রাণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ একটি কাজ অর্পণ করেন যে, আজ রাতে তিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বিছানায় সেই সবুজ অথবা এক বর্ণনানুযায়ী লাল রঙের চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমাবেন যা মহানবী (সা.) নিজে গায়ে দিয়ে ঘুমাতেন। আর নিজের এই নিবেদিতপ্রাণ নিষ্ঠাবান খাদেমকে ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের আশ্বাস দিয়ে তিনি (সা.) বলেন, **চিন্তা কোরো না বরং প্রশান্তচিত্তে আমার বিছানায় শুয়ে থাকো, শত্রু তোমার একটি চুলও বাঁকা করতে পারবে না।** এরপর তিনি (সা.) নিজের ঘর থেকে বাইরে আসেন, যখন মক্কার কাফিররা উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর ঘরের বাইরে সতর্ক পাহারা দিচ্ছিল যে, কখন রাত গভীর হবে আর আমরা চড়াও হয়ে এক কোপে মহানবী (সা.)-এর ভবলীলা সাঙ্গ করে দেব, নাউযুবিল্লাহ্। আর তাদের নেতা আবু জাহল– চরম অহংকার ও উপহাসের সাথে বলছিল, মুহাম্মদ (সা.) এ কথা বলে যে, তোমরা যদি তাঁর বিশ্বাসের অনুসরণ করো তাহলে তোমরা আরব ও অনারবের বাদশাহ্ হয়ে যাবে, তারপর তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে আর তোমাদের জন্য জর্ডানের বাগানগুলোর ন্যায় বাগান তৈরি করা হবে; আর তোমরা যদি তা না করো তাহলে তোমাদের হত্যা করা হবে এবং বাড়িঘরে লুটপাট চালানো হবে। ঠিক তখনই তিনি (সা.) বাইরে বের হয়ে আসেন এবং বলেন: হ্যাঁ! আমি এমনটিই বলি আর সূরা ইয়াসীনের ২ থেকে ১০নং পর্যন্ত আয়াত পাঠ করতে করতে তাদের চোখে ধূলো দিয়ে তাদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে যান। কিন্তু আল্লাহ্‌র অপার মহিমা দেখুন! তিনি (সা.) হেঁটে চলে যাওয়ার সময়ও কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি; বরং তারা মাঝে মাঝে ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে নিশ্চিত হচ্ছিল যে, মুহাম্মদ (সা.) নিজের বিছানাতেই ঘুমিয়ে আছেন।

হিজরতের ঘটনা এবং মহানবী (সা.)-এর তাওয়াক্কুল ও সাহসিকতার উল্লেখ করে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সত্যতা সেই চরম সংকটের সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল যখন মহানবী (সা.)-কে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল; যদিও কারো কারো নির্বাসনে পাঠানোরও মত ছিল, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল হত্যাই। ... এরপর শত্রুরা গুহার মুখে উপস্থিত হয়ে নানা ধরনের মতামত প্রকাশ করে। কেউ বলে, এই গুহায় তল্লাশি করো, কারণ পায়ের ছাপ তো এখানেই এসে শেষ হয়ে গেছে; কিন্তু তাদের কেউ বলে, এখানে মানুষের যাতায়াত ও প্রবেশ কীভাবে সম্ভব? মাকড়সা জাল বুনে রেখেছে, কবুতর ডিম পেড়েছে। এই কথাগুলোর শব্দ গুহার ভেতরে পৌঁছাচ্ছিল আর তিনি (সা.) খুব স্পষ্টভাবে তা শুনছিলেন। শত্রুরা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিল এবং উন্মাদের মতো এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু তাঁর (সা.) পরম সাহসিকতা দেখুন! শত্রু মাথার ওপরে দণ্ডায়মান আর তিনি (সা.) নিজের নিষ্ঠাবান সঙ্গী সিদ্দীক (রা.)-কে বলেন,** لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا **(অর্থাৎ চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন)। এই শব্দগুলো স্পষ্টতই প্রকাশ করে যে, তিনি (সা.) নিজের মুখেই উচ্চারণ করেছিলেন, কারণ এর জন্য শব্দের প্রয়োজন; ইশারায় এ শব্দ বলা সম্ভব ছিল না। বাইরে শত্রুরা পরামর্শ করছে আর ভেতরে গুহার মধ্যে সেবক ও মনিব কথোপকথনে ব্যস্ত। এই বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করা হয়নি**

যে শত্রুরা আমাদের কথা শুনে ফেলবে! এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ ঈমান ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রমাণ এবং খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতিসমূহের প্রতি পূর্ণ ভরসার প্রমাণ বহন করে। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

খুতবার শেষদিকে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হিজরতের সময়কার আরও কিছু ঘটনা আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)